যুগান্তর

২৭/৫/২০০২

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা: ১৬ কলাম: ৭

পুস্তকার বিরুদ্ধে লোক দেখানো শো-কজ?

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজে ব্যর্থতার অভিযোগে দীর্ঘ ৫ মাস পর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বেক্সিমকোর তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়েছে। পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারাকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

শো-কজ : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৩

শো-কজ : পুস্তকা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বোর্ড এই কারণ দর্শানোর মাধ্যমে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কারণ বই ছাপার দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের জামানত বাজেয়াফত এবং তাকে কালো তালিকাভুক্ত করার বিধান রয়েছে। গত বুধবার বোর্ড প্রেরিত নোটিশে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করার কথা বলা হয়নি।

৭৮ কোটি টাকার কাজের শতকরা ১০ ভাগ রয়ালটির ৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা বই বিক্রির আদেশ পাওয়ার পরেই ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বোর্ডে জমা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুস্তকা মাধ্যমিক স্তরের বই বিক্রির জন্য বোর্ড থেকে কোন আদেশই নেয়নি, ছাপা বই পরিদর্শনের জন্য বোর্ডে জমা দেয়নি এবং রয়ালটির টাকাও তারা বোর্ডে জমা দেয়নি। তাই বোর্ড দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী রয়ালটির টাকা বাজেয়াফত করার সুযোগও পাচ্ছে না। তাছাড়া প্রাথমিক স্কুলের ৫ কোটি বই ছাপার জন্য ফ্রি প্রেস ও শুকতারাকে কাজ দেয়া হয়। কিন্তু এ কাজও তারা ঠিকমত না করার ফলে বোর্ড তাদের কাছ থেকে ৩ কোটি বই ছাপার কাজ কেটে ১০৫টি প্রেসকে বিনা দরপত্রে ৬ বারে কাজ করতে দেয়া হয়। কিন্তু এই ১০৫টি প্রেস আজও তাদের সব কাজ শেষ করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রেও ১০৫টি প্রেসের বিরুদ্ধে বোর্ড কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। বোর্ডের দেয়া নোটিশেও এ সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ নেই।

অভিযোগ উঠেছে, পুস্তকাসহ অন্যান্য-প্রেস এবার যে বই ছেপেছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজ, কালি ও বাঁধাই। ভুলে ভরা, ছেঁড়া, ফাটা ও যাচ্ছেতাই এসব বই যথাসময়ে সরবরাহ করতে না পারায় দেশের আড়াই কোটি ছাত্রছাত্রী এবার দারুণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন মহল বলেছে, বেক্সিমকোর এই তিন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শো'কজ শুধু লোক দেখানো ছাড়া কিছুই নয়। এই নোটিশ কোন কার্যকর পদক্ষেপ নয়।